# বাউল।

# বাউল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, মজুমদার লাইব্রেরি হইতে

পি, রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ৵০ আনা।

কলিকাতা,

২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ "দিনময়ী প্রেসে"

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

# সূচী।

---

# বাউল।

## সার্থক জন্ম।

### ভৈরবী।

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো
তোমায় ভালবেসে।

জানিনে তোর ধন রতন
আছে কিনা রাণীর মতন
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে।

কোন্‌ বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্‌ গগনে ওঠেরে চাঁদ
এমন হাসি হেসে।

আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমাব চোখ জুড়ালো
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে
মুদ্‌ব নয়ন শেষে!

---

## পথের গান।

রামকেলী—একতালা।

আমরা পথে পথে যাব সারে সারে
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে।
বল্‌ব "জননীকে কে দিবি দান
কে দিবি ধন তোরা কে দিবি প্রাণ"

(তোদের) মা ডেকেছে কত বারে বারে।
তোমার নামে প্রাণের সকল সুর
উঠ্‌বে আপ্‌নি বেজে সুধা-মধুর—
(মোদের) হৃদয় যন্ত্রেরই তারে তারে।
বেলা গেলে শেষে তোমারি পায়ে
এনে দেব সবার পূজা কুড়ায়ে
(তোমার) সন্তানেরি দান ভারে ভারে।

---

## সোনার বাংলা।

### বাউলের সুর।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী॥
ওমা ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে, (মরি হায় হায় রে)।
ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
কি দেখেছি মধুর হাসি॥

কি শোভা কি ছায়া গো,
কি স্নেহ কি মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে
নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মত ( মরি হায় হায় রে )—
মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে
আমি নয়নজলে ভাসি॥

তোমার এই খেলাঘরে
শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধূলামাটিঅঙ্গে মাখি
ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে
কি দীপ জ্বালিস্ ঘরে ( মরি হায় হায় রে )—
তখন খেলাধূলা সকল ফেলে
তোমার কোলে ছুটে আসি॥

ধেনু-চরা তোমার মাঠে,
পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারাদিন পাখি-ডাকা ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লিবাটে,—
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে ( মরি হায় হায় রে )—
ওমা আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষী ॥

ওমা তোর চরণেতে
দিলেম এই মাথা পেতে
দেগো তোর পায়ের ধূলো সে যে আমার
মাথার মাণিক হবে।
ওমা গরীবের ধন যা আছে তাই
দিব চরণতলে ( মরি হায় হায় রে )
আমি পরের ঘরে কিন্‌ব না তোর
ভূষণ বলে' গলার ফাঁসি ॥

———

## দেশের মাটি।

### বাউলের সুর।

ও আমার দেশের মাটি,
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর
( তোমাতে বিশ্বমায়ের )
আঁচল পাতা।
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ঐ শ্যামলবরণ কোমলমূর্ত্তি
মর্ম্মে গাঁথা—
তোমার কোলে জনম আমার,
মরণ তোমার বুকে।
তোমার 'পরেই খেলা আমার
দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,

তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা
মাতার মাতা।
অনেক তোমার খেয়েছি গো,
অনেক নিয়েছি মা,
তবু, জানিনে যে কিবা তোমায়
দিয়েছি মা!
আমার জনম গেল মিছে কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে,
ওমা বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা!

---

## দ্বিধা।

বেহাগ—একতালা।

বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি,
বারে বারে হেলিস্‌নে ভাই।
শুধু তুই ভেবে ভেবেই
হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস্‌নে ভাই॥

একটা কিছু করেনে ঠিক,
ভেসে ফেরা মরার অধিক,
বারেক এ দিক্ বারেক ও দিক্
এ খেলা আর খেলিস্‌নে ভাই॥
মেলে কি না মেলে রতন
কর্‌তে তবু হবে যতন,
না যদি হয় মনের মতন
চোখের জলটা ফেলিস্‌নে ভাই।
ভাসাতে হয় ভাসা ভেলা,
করিস্‌নে আর হেলাফেলা,
পেরিয়ে যখন যাবে বেলা
তখন আঁখি মেলিস্‌নে ভাই॥

---

## অভয়।

ভূপালি—একতালা।

আমি ভয় করব না, ভয় করব না।
দু বেলা মরার আগে
মর্‌ব না ভাই মর্‌ব না॥

তরিখানা বাইতে গেলে
মাঝে মাঝে তুফান মেলে
তাই বলে' হাল ছেড়ে দিয়ে
কান্নাকাটি ধর্‌ব না॥
শক্ত যা তাই সাধ্‌তে হবে,
মাথা তুলে রইব ভবে,
সহজ পথে চল্‌ব ভেবে
পাঁকের 'পরে পড়্‌ব না॥
ধর্ম্ম আমার মাথায় রেখে,
চল্‌ব সিধে রাস্তা দেখে
বিপদ্ যদি এসে পড়ে
ঘরের কোণে সর্‌ব না॥

---

## হবেই হবে।

### বাউলের সুর।

নিশিদিন ভরসা রাখিস্
ওরে মন হবেই হবে
যদি পণ করে' থাকিস্
সে পণ তোমার রবেই রবে।
ওরে মন হবেই হবে।

পাষাণসমান আছে পড়ে'
প্রাণ পেয়ে সে উঠ্‌বে ওরে
আছে যারা বোবার মতন
তারাও কথা কবেই কবে।
ওরে মন হবেই হবে।

সময় হলো সময় হলো
যে যার আপন বোঝা তোলো
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস্‌
সে দুঃখ তোর সবেই সবে।
ওরে মন হবেই হবে।

ঘণ্টা যখন উঠ্‌বে বেজে
দেখ্‌বি সবাই আস্‌বে সেজে
এক সাথে সব যাত্রী যত
একই রাস্তা লবেই লবে!
ওরে মন হবেই হবে।

## বান।

( সারি গানের সুর )

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে
জয় মা বলে ভাসা তরী॥

ওরে রে ওরে মাঝি কোথায় মাঝি
প্রাণপণে ভাই ডাক দে আজি,
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নেরে
খুলে ফেল্ সব দড়াদড়ি॥

দিনে দিনে বাড়্‌ল দেনা,
ও ভাই করলি নে বেচা কেনা
হাতে নাইরে কড়া কড়ি।
ঘাটে বাঁধা দিন গেলরে
মুখ দেখাবি কেমন করে,—
ওরে দে খুলে দে পাল তুলে দে
যা হয় হবে বাঁচি মরি?

## একা।

( বাউলের স্থর )

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলরে!
একলা চল, একলা চল,
একলা চলরে!
যদি কেউ কথা না কয়—
( ওরে ওরে ও অভাগা )
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে,
সবাই করে ভয়,
তবে পরাণ খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা
একলা বলরে!

যদি সবাই ফিরে যায়—
( ওরে ওরে ও অভাগা )
যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা,

ও তুই রক্তমাখা চরণতলে
একলা দলরে !
যদি আলো না ধরে—
( ওরে ওরে ও অভাগা )
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
একলা জ্বলরে !
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলরে !
একলা চল, একলা চল
একলা চলরে !

---

## মাতৃমূর্ত্তি।

### বিভাস—একতালা।

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে
কখন্ আপনি

তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হলে জননী!
ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে!
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি
ললাট-নেত্র আগুন-বরণ।
ওগো মা—
তোমার কি মূরতি আজি দেখিরে—
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে।
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে,
রৌদ্র-বসনী!
ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে—

তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে।
যখন অনাদরে চাইনি মুখে
ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা
আছে ভাঙাঘরে একলা পড়ে
দুঃখের বুঝি নাইকো সীমা।
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ
কোথা সে তোর মলিন হাসি,
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল
ঐ চরণের দীপ্তিরাশি।
ওগো মা
তোমার কি মুরতি আজি দেখিরে!
আজি দুঃখের রাতে সুখের স্রোতে
ভাসাও ধরণী
তোমার অভয় বাজে হৃদয়মাঝে
হৃদয়-হরণী।
ওগো মা
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে॥

## বাউল।

( ১ )

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
আমি তোমায় ছাড়ব না মা !
আমি তোমার চরণ করব শরণ
আর কারো ধার ধারব না মা !

কে বলে তোর দরিদ্র ঘর
হৃদয়ে তোর রতন রাশি,
জানি গো তোর মূল্য জানি
পরের আদর কাড়ব না মা !
আমি তোমায় ছাড়ব না মা !

মানের আশে দেশ বিদেশে
যে মরে সে মরুক্ ঘুরে
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা
ভুল্‌তে সে যে পার্‌ব না মা
আমি তোমায় ছাড়ব না মা।

ধনে মানে লোকের টানে
ভুলিয়ে নিতে চায় যে আমায়—
ওমা, ভয় যে জাগে শিয়র বাগে—

কারো কাছেই হারব না মা—
আমি তোমায় ছাড়ব না মা!

(২)

যে তোরে পাগল বলে
তারে তুই বলিস্‌নে কিছু!
আজ্‌কে তোরে কেমন ভেবে
অঙ্গে যে তোর ধূলো দেবে
কাল সে প্রাতে মালা হাতে
আস্‌বে রে তোর পিছু পিছু।

আজকে আপন মানের ভরে
থাক্ সে বসে গদির পরে
কাল্‌কে প্রেমে আস্‌বে নেমে
করবে সে তার মাথা নীচু॥

(৩)

ওরে তোরা
নেইবা কথা বল্লি।
দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যি খানে
নেই জাগালি পল্লী॥
মরিস্ মিথ্যে বকে ঝকে
দেখে কেবল হাসে লোকে,

না হয় নিয়ে আপন মনের আগুন
মনে মনেই জ্বল্লি—
নেই জাগালি পল্লী॥
অন্তরে তোর আছে কি যে
নেই রটালি নিজে নিজে,
না হয় বাদ্যগুলো বন্ধ রেখে
চুপে চাপেই চল্লি—
নেই জাগালি পল্লী॥
কাজ থাকে ত করগে না কাজ,
লাজ থাকে ত ঘুচাগে লাজ,
ওরে কে যে তোরে কি বলেছে
নেই বা তাতে টল্লি।
নেই জাগালি পল্লী॥

( ৪ )

যদি তোর ভাবনা থাকে
ফিরে যা না—
তবে তুই ফিরে যা না!
যদি তোর ভয় থাকে ত
করি মানা।

যদি তোর   ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে
ভুলবি যে পথ পায়ে পায়ে,
যদি তোর   হাত কাঁপে ত নিবিয়ে আলো
সবায় করবি কানা ॥
যদি তোর   ছাড়তে কিছু না চাহে মন
করিস্ ভারী বোঝা আপন
তবে তুই   সইতে কভু পারিবিনেরে
বিষম পথের টানা ॥

যদি তোর   আপন হতে অকারণে
সুখ সদা না জাগে মনে,
তবে কেবল   তর্ক করে সকল কথা
কর্ব্বি নানা খানা ॥

( ৫ )

আপনি অবশ হলি তবে
বল দিবি তুই কারে!
উঠে দাঁড়া উঠে দাঁড়া,
ভেঙে পড়িস্ নারে ॥

করিস্‌নে লাজ করিস্‌নে ভয়,
আপনাকে তুই করেনে জয়,
সবাই তখন সাড়া দেবে
ডাক দিবি যারে॥
বাহির যদি হলি পথে
ফিরিস্‌নে আর কোনো মতে,
থেকে থেকে পিছনপানে
চাস্‌নে বারে বারে॥

নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে
ভয় শুধু তোর নিজের মনে,
অভয় চরণ শরণ করে
বাহির হয়ে যা'রে॥

( ৬ )

জোনাকি,
কি সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছ॥
এই আঁধার সাঁঝে বনের মাঝে,
উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ॥

তুমি নও ত সূর্য্য, নও ত চন্দ্র,
তাই বলেই কি কম আনন্দ !
তুমি আপন জীবন পূর্ণকরে
আপন আলো জ্বেলেছ ॥
তোমার যা আছে তা তোমার আছে,
তুমি নওগো ঋণী কারো কাছে,
তোমার অন্তরে যে শক্তি আছে
তারি আদেশ পেলেছ ॥

তুমি আঁধার বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠ,
তুমি ছোট হয়ে নও গো ছোট,
জগতে যেথায় যত আলো, সবায়
আপন করে ফেলেছ ॥

---

## মাতৃগৃহ।

( বাউলের সুর )

মা কি তুই পরের দ্বারে
পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে ?
তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা
ভিক্ষাঝুলি দেখ্‌তে পেলে ॥

করেছি মাথা নীচু,
চলেছি যাহার পিছু
যদি বা দেয় সে কিছু অবহেলে—
তবু কি এম্‌নি করে ফিরব ওরে
আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে ॥
কিছু মোর নেই ক্ষমতা,
সে যে ঘোর মিথ্যে কথা,
এখনো হয়নি মরণ শক্তিশেলে—
আমাদের আপন শক্তি আপন ভক্তি
চরণে তোর দেব মেলে ॥
নেব গো মেগে পেতে
যা আছে তোর ঘরেতে
দেগো তোর আঁচল পেতে চিরকেলে—
আমাদের সেইখেনে মান সেইখেনে প্রাণ
সেইখেনে দিই হৃদয় ঢেলে ॥

———

## প্রয়াস।

( বাউল )

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না।
তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে
হয়ত রে ফল ফল্‌বে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না॥

আস্‌বে পথে আঁধার নেমে
তাই বলেই কি রইবি থেমে
ও তুই বারে বারে জ্বাল্‌বি বাতি
হয় ত বাতি জ্বল্‌বে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না॥

শুনে তোমার মুখের বাণী
আস্‌বে ঘিরে বনের প্রাণী,
তবু হয় ত তোমার আপন ঘরে
পাষাণ হিয়া গল্‌বে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না॥

বন্ধ দুয়ার দেখ্‌বি বলে
অমনি কি তুই আস্‌বি চলে,
তোরে বারে বারে ঠেল্‌তে হবে
হয় ত দুয়ার টল্‌বে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না॥

---

## বিলাপী।

( বাউলের সুর )

ছিছি, চোখের জলে
ভেজাস্‌নে আর মাটি।
এবার কঠিন হয়ে থাক্‌না ওরে
বক্ষ দুয়ার আঁটি—
জোরে বক্ষ দুয়ার আঁটি॥

পরাণটাকে গলিয়ে ফেলে
দিস্‌নেরে ভাই পথেই ঢেলে
মিথ্যে অকাজে।
ওরে নিয়ে তারে চল্‌বি পারে
কতই বাধা কাটি
পথের কতই বাধা কাটি॥

দেখ্‌লে ও তোর জলের ধারা
ঘরে পরে হাস্‌বে যারা
তারা চারদিকে—
তাদের দ্বারেই গিয়ে কান্না জুড়িস্
যায় নাকি বুক ফাটি
লাজে যায় না কি বুক ফাটি॥

দিনের বেলায় জগৎ মাঝে
সবাই যখন চল্‌ছে কাজে
আপন গরবে—
তোরা পথের ধারে ব্যথা নিয়ে
করিস্ ঘাঁটাঘাঁটি
কেবল করিস্ ঘাঁটাঘাঁটি॥

---

## বাউল।

ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস্‌নে—ওরে ভাই
বাইরে মুখ আঁধার দেখে টলিস্‌নে- ওরে ভাই,
যা তোমার আছে মনে
সাধো তাই পরাণ পণে

শুধু তাই দশ জনারে
বলিস্‌নে—ওরে ভাই,

একই পথ আছে ওরে
চল সেই রাস্তা ধরে,
যে আসে তারি পিছে
চলিস্‌নে—ওরে ভাই।
থাকনা আপন কাজে
যা খুসি বলুক না যে,
তা নিয়ে গায়ের জ্বালায়
জ্বলিস্‌নে—ওরে ভাই।

---